যুগান্তর

AUG. 24 2006

সমস্যা জর্জরিত রাজশাহী সরকারী সিটি কলেজ

তানজিমুল হক

হাজারও সমস্যায় জর্জরিত রাজশাহী সরকারী সিটি কলেজ। প্রতিষ্ঠার চার যুগ পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত নির্মাণ হয়নি মহিলা হোস্টেল। ছেলেদের হোস্টেল মাত্র একটি। এ কারণে কলেজে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সঙ্কট প্রকট। অনার্স পড়ানো হয় মাত্র দুটি বিষয়ে। নেই কোনও খেলার মাঠ। অপরদিকে ক্ষমতাসীন জোটের শীর্ষ দলের একটি ছাত্র সংগঠনের একক প্রভাব কলেজে থাকায় কলেজে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে নেই কোনও সহাবস্থান। এমনকি কলেজটিতে শিক্ষার্থীদের ভর্তিকে কেন্দ্র করে ওই সংগঠনের নেতারা প্রতি বছর করছেন প্রায় ১০ লাখ টাকার 'ভর্তি বাণিজ্য'।

রাজশাহী সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৮ সালে। প্রতিষ্ঠার দুই যুগ পর ১৯৮২ সালে কলেজটি সরকারিকরণ করা হয়। বর্তমানে কলেজে প্রায় সাড়ে তিন হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। অনার্স চালু আছে দুটি বিষয়ে- অর্থনীতি ও গণিত। কিন্তু এ দুটি বিষয়ে পড়ানোর জন্যও শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও শিক্ষকের প্রয়োজন।

- সরু রাস্তা দিয়ে যাতায়াতে ভোগান্তি
- চার যুগেও মহিলা হোস্টেল হয়নি
- অনার্সে মাত্র ২টি বিষয়
- খেলার মাঠ নেই
- ছাত্র সংগঠনগুলোর দৌরাত্ম্য

কলেজের মোট শিক্ষার্থীর শতকরা ৪০ ভাগ মেয়ে। কিন্তু মেয়েদের জন্য নেই কোনও হোস্টেল। এর ফলে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মেয়েরা পড়ছে আবাসিক সমস্যার মধ্যে। তারা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ব্যক্তিগত মালিকানায় নির্মিত মেসে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। পাশাপাশি কলেজে ছেলেদের জন্যও রয়েছে মাত্র একটি হোস্টেল। আসন ২০০। প্রায় দুই হাজার ছাত্রের বিপরীতে মাত্র ২০০ আসন থাকায় ছাত্ররাও হোস্টেলের পরিবর্তে শহরের মেসগুলোতে থাকছে।

কলেজের প্রবেশপথও অপ্রশস্ত। কলেজ গেটে সব সময় বখাটেদের আড্ডা। মূল রাস্তা থেকে কলেজে প্রবেশের রাস্তাটি অত্যন্ত সরু। এ সরু রাস্তার দু'পাশেই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের দোকানপাট। এর ফলে ওই রাস্তা দিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা কলেজে প্রবেশ করতে বেশ সমস্যার মাঝে পড়েন। এ ব্যাপারে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্টর কর্তৃপক্ষকে বারবার এ ব্যাপারে অবহিত করার পরও তারা কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

কলেজে অধ্যয়নরত বেশ কয়েক জন শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা অভিযোগ করে বলেন, কলেজের রাস্তাটি এমনিতেই সরু। তারপরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রাস্তার সামনে থাকার কারণে সেখানে চলছে বখাটেদের উৎপাত। এমনকি বখাটেরা কলেজের মূল ফটকের সামনেও অবস্থান নিয়ে ছাত্রীদের উত্যক্ত করছে। কিন্তু ওই বখাটেরা একটি ছাত্র সংগঠনের ছত্রছায়ায় থাকার কারণে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের কাছে অসহায়।

কলেজ গেটের সামনের সরু লিংক রোডটি অতি দ্রুত প্রশস্ত করা দরকার। প্রয়োজনে কলেজ কর্তৃপক্ষ ঊর্ধ্বতন মহলের সাহায্যে ওই জায়গাগুলো অ্যাকুয়ার করে নিতে পারে। এর ফলে বখাটেদের উৎপাত কিছুটা কমতে পারে বলে অভিভাবকদের মন্তব্য।

অন্যদিকে বর্তমানে কলেজটিতে ক্ষমতাসীন জোটের শীর্ষ দলের একটি মাত্র ছাত্র সংগঠনই দীর্ঘদিন ধরে তাদের আধিপত্য বজায় রেখেছে। কলেজে অন্য কোনও সংগঠনকে রাজনীতির সুযোগ না দেয়ার কারণে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি একেবারে বৈরী পর্যায়ে রয়েছে।

কলেজের একটি সূত্র জানায়, প্রতি বছর সিটি কলেজে ৬ শতাধিক শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এ কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে মেধাবি শিক্ষার্থীরা আবেদন করে। কিন্তু ছয়শ সিটের মধ্যে প্রায় প্রতি বছরই বিশেষ ছাত্র সংগঠনকে অর্ধেকের বেশি সিট ছেড়ে দিতে হয় তাদের নির্বাচিত প্রার্থীদের ভর্তি করার জন্য। ফলে প্রকৃত মেধাবিরা কলেজে ভর্তি হতে পারছে না। ফলে মেধাবিরা বঞ্চিত হচ্ছে। ভর্তি বাণিজ্যের কারণে তারা কলেজের প্রশাসনকেও জিম্মি করে ফেলেছে বলে একাধিক সূত্রের দাবি।

কলেজের এসব সমস্যার ব্যাপারে অধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এসব সমস্যা নিরসনের জন্য আমরা চেষ্টা করছি। কলেজের রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য ইতিমধ্যে ঊর্ধ্বতন মহলকে জানানো হয়েছে। আশা করছি অচিরেই এসব সমস্যা দূর করে কলেজটি তার সুনাম ধরে রাখতে সক্ষম হবে।